দৈনিক ইত্তেফাক

21 JUL 2007

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কিন্ডার গার্টেন স্কুল ঃ নেই নীতিমালা ইচ্ছেমতো সিলেবাস

শিক্ষকের বেতন ৫০০ ॥ ছাত্র বেতন ২৫০-৭০০ টাকা

শিক্ষার নামে বাণিজ্য-৫

॥ নিজামুল হক ॥

শিক্ষার নামে বাণিজ্য চলছে কিন্ডারগার্টেনেও। ঢাকা শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এসব কিন্ডারগার্টেনে চলছে রমরমা ব্যবসা। সরকারি কোন নীতিমালা না থাকার সুযোগে ইচ্ছেমত সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি ও বই নির্ধারণসহ নানা কাজ করেন কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন অজুহাতে প্রতিষ্ঠানগুলো আদায় করে অর্থ। এসব কিন্ডারগার্টেনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোন মানসিক বিকাশ হচ্ছে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞমহল।

ঢাকা শহরে বাড়ি ভাড়া করে ২/৩টি কক্ষ নিয়ে চলছে এদের কার্যক্রম। এমনও দেখা গেছে একই বাড়িতে ৩টি কিন্ডারগার্টেন। সূত্র মতে, দেশে ৩০ হাজারেরও বেশি কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে শুধু ঢাকা শহরেই রয়েছে ১২ থেকে ১৫ হাজার। শিক্ষক রয়েছেন ১ লাখেরও বেশি। এখানে ভর্তি থেকে শুরু করে নির্ধারিত পোশাক, বই, খাতা-কলম, সিলবাস, ডাইরি ক্রয়ের নামে আদায় করা হয় অতিরিক্ত অর্থ। অভিভাবকদের অভিযোগ, যে বই , ডায়রি বা খাতার দাম দোকানে ৪০-৫০ টাকা, তা কিন্ডারগার্ডেন থেকে কিনতে হয় ১৫০ থেকে ১৮০ টাকায়। বাইরে থেকে কেনা যাবে না এমন নির্দেশনাও (৪র্থ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষার নামে বাণিজ্য-৫

(প্রথম পৃঃ পর)

রয়েছে। তাছাড়া বইয়ের ক্ষেত্রে চলে আরো অনিয়ম । প্লে, কেজি ওয়ান বা কেজি টুতে বই নির্ধারণ করা ১৫/২০টি। এক শ্রেণীর লেখক ও প্রকাশকদের সাথে গড়ে তোলা হয় সিন্ডিকেট। নির্দিষ্ট লেখক ও প্রকাশনীর বই কেনার জন্য এ প্রতিষ্ঠান থেকে জানিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া বই কেনার জন্য সুনির্দিষ্ট দোকানের নাম উল্লেখ করে দেয়া হয়। ক্রয়কৃত বইয়ে লাইব্রেরির সিল থাকতে হবে। লেখক, প্রকাশক ও লাইব্রেরির কাছ থেকে কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষ কমিশন নিয়ে থাকে। ছাপানো এসব বই অধিকাংশই ভুলে ভরা । এসব বইয়ের মূল্যও অভিভাবকদের নাগালের বাইরে।

এসব কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীপ্রতি বেতন নেয়া হয় ২৫০ থেকে ৭০০ টাকা। অথচ এখানকার শিক্ষকের বেতন থাকে ৫০০ টাকা। নিয়োগের নেই কোন কাগজপত্র। সম্পর্কের অবনতি হলেই বাদ দেয়া হয়। সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ করা এসব শিক্ষকের শিক্ষাক্রম পরিচালনা ছাড়াও থাকে ছাত্র ভর্তি করানোর দায়িত্ব। বছরের শুরুতে ১০-১৫ জন ছাত্র ভর্তি করাতে হবে। এ কাজে ব্যর্থ হলে চাকরি থেকে বাদ দেয়া হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈকা মহিলা জানান, ৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর পর তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরের বছর নির্ধারিতসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে ব্যর্থ হলে তাকে পরদিন থেকে স্কুলে আসতে বারণ করে দেয়া হয়।

রাজধানীর শ্যামলীর এক অভিভাবক জানান, এলাকায় সরকারি বা বেসরকারি ভাল স্কুল না থাকায় বাধ্য হয়েই আমার সন্তানকে একটি কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করেছি। এখন জেনেছি, এ স্কুলে নেই কোন মানসম্মত শিক্ষক। ভুলে ভরা বই পড়ানো হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানে। বর্তমানে বেশিরভাগ কিন্ডারগার্টেনে নবম ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হচ্ছে। অন্য এমপিওভুক্ত স্কুল থেকে এদের নামে রেজিষ্ট্রেশন করানো হয়। এজন্য নেয়া হয় অতিরিক্ত অর্থ।

কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন। অনেকেরই ধারণা, এ সমিতির সদস্য হলেই কিন্ডারগার্টেন চালু করা যাবে। কেউ বাধা দেবে না। রাজধানীর মিরপুরের এক মহিলা এ বছরই একটি কোচিং সেন্টার চালু করেছেন। প্রথমে শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হলেও বর্তমানে শিক্ষার্থী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ জন। এতেই তিনি আশাবাদী। তিনি বলেন, আগামী বছর একটি কিন্ডারগার্টেন শুরু করবো। ব্যবসা ভালোই হবে। এ পাড়ায় তেমন কোন স্কুল নেই। এভাবেই ব্যবসার উদ্দেশ্যে শুরু হয় কিন্ডারগার্টেনের যাত্রা। বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের সভাপতি খন্দকার হাফিজুর রহমান জানান, সরকারি নীতিমালা না থাকায় অনেকেই এ সুযোগটি গ্রহণ করছে। সরকার এ বিষয়ে একটি নীতিমালা তৈরি করলে সমস্যা অনেকটাই দূর হবে।